Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 57
January-March, 2019

ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
Ibn Khaldun on Education and Knowledge

A. K. M. Abdul Quader*

ABSTRACT

Ibn Khaldun (b. 732 A.H./1332 C.E.- d. 808 A.H/1406 C.E.) is unhesitatingly celebrated as an outstanding historian, social scientist and philosopher. He took his birth in a critical juncture of history. The glorious contributions of the Muslim scholars during the first half of the Abbasid regime (750 C.E.- 1258 C.E.) met the fate of stagnation during the time of Ibn Khaldun. At that time he travelled different regions of the world and succeeded in contributing in various branches of knowledge especially social science and social philosophy. With the prime objective of portraying the philosophy of Ibn Khaldun regarding education and knowledge this article aims to explicate his outlook on several crucial issues namely classification of knowledge, teaching methodology, conduct of the teachers with students, duration of learning, format of curricula, medium of instruction etc. This article has endeavoured to affirm that the thoughts of Ibn Khaldun on education and knowledge has not lost its significance even in modern era.

Keywords: Ibn Khaldun, education, knowledge, al-muqaddima, kitab-al- ibar.

সারসংক্ষেপ

ওয়ালী উদ্দীন আবূ যায়দ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদুন (৭৩২ হি./১৩৩২ খ্রি.-৮০৮ হি./১৪০৬ খ্রি.) একজন ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে তাঁর আবির্ভাব। আব্বাসী শাসনামলের (৭৫০ খ্রি.-১২৫৮ খ্রি.) প্রথমার্ধে মুসলিম মনীষীগণ

* Dr. A. K. M. Abdul Quader is a Professor in the department of Arabic, University of Chittagong, Bangladesh, email: dquaderacu@yahoo.com

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় যে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রাখেন ক্রমে তা হ্রাস পেতে থাকে। ইবন খালদুনের যুগে তা স্তিমিত ও স্থবির হয়ে পড়ে। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল পরিভ্রমণ করে জ্ঞানের সকল শাখায়, বিশেষত সমাজতত্ত্ব ও সমাজ দর্শনে অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে তাঁর দর্শন তুলে ধরার উদ্দেশ্য রচিত এ প্রবন্ধে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, শিক্ষার শ্রেণিবিভাজন, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের আচরণ, শিক্ষাজীবনের সময়কাল, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির বিন্যাস, শিক্ষার বাহন, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠদান পদ্ধতির সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণনামূলক গবেষণা শৈলিতে রচতি এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে ইবন খালদুনের উপস্থাপিত চিন্তাধারার গুরুত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এ যুগেও কোন ক্রমেই হ্রাস পায়নি।

মূলশব্দ: ইবন খালদুন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আল-মুকাদ্দিমা, কিতাবুল ইবার।

ভূমিকা

ইবনে খালদুন ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অনবদ্য নাম। যাঁর সুনাম - সুখ্যাতি এবং লেখনীর বিষয়বস্তুর তত্ত্বগত ও পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ মুসলিম বিশ্বের গণ্ডি পেরিয়ে পাশ্চাত্য জগত পর্যন্ত প্রসারিত। তিনি মানব সভ্যতার পত্তন, মানব বসতি, মানবেতিহাস ও মানব সমাজের গোড়াপত্তন বিষয়ে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। মানব সভ্যতার পত্তন, উন্নয়ন ও বিকাশের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ। তাঁর জন্ম তিউনিসের এক আরব পরিবারে। পরবর্তীতে তিনি ফেজ, স্পেন, মাগরিব, মিসর প্রভৃতি দেশ ও অঞ্চল পরিভ্রমণ করে যে জ্ঞান আহরণ করেন তার জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ কিতাব আল্ ইবারকে (كتاب العبر وديوان المبتداء والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر) একখানা আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে রচিত আল্ মুকাদ্দিমায় ইবন খালদুন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিল্পকলা ও সাহিত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত আল-মুকাদ্দিমার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন বিদ্যমান। তিনি সভ্যতা-সংস্কৃতির গতিধারায় জাতির উত্থান-পতনের পেছনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : ইবনে খালদুনের দৃষ্টিভঙ্গির গোড়াপত্তন

শিক্ষা (التعليم) ও প্রশিক্ষণ (التربية) ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্যতম। ইসলামে এ দুটো বিষয়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবীর স.

ওপর নাযিলকৃত আল কুরআনের প্রথম বাণী হলো, ইকরা (اقرأ- পড়)। শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান গবেষণা বিষয়ে আল কুরআনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আয়াত বিদ্যমান। মহানবীর স. হাদীসেও জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ সম্পর্কিত অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে সুখে-শান্তিতে এ পৃথিবীতে বসবাস করা। মহানবীর স. আবির্ভাবের লক্ষ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ﴾

তিনি সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদের মধ্যকার একজনকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন। যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। তাদেরকে পূত-পবিত্র করে, আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও ইতঃপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল (Al-Qurān, 62: 2) ।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কল্পে মহানবী স. তাঁর জীবদ্দশায় 'সুফফার শিক্ষায়তনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সাহাবায়ে কিরামকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক যোগ্যতায় সমকালীন বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানবসম্পদে পরিণত করেন। (Abdul Quader 1994; Abdul Quader 2004)

মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতি সাধন করে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়। কিন্তু তখনো পর্যন্ত জ্ঞানতত্ত্বের কোন সর্বজনীন থিউরি প্রবর্তিত হয়নি। মুসলিম মনীষীগণ বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার মূলনীতি ও এর সংস্কার সাধনে সুচিন্তিত কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন। এদের মধ্যে আবূ আলী ইবনে সীনা (মৃ. ১০৩৭ খ্রি.) ও আবূ মুহাম্মদ আল গাযালী (মৃ. ১১১১ খ্রি.) অন্যতম। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনায় এনে ইবনে খালদুন এ বিষয়ে স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি এক দিকে যেমন গ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি সমর্থন করেননি, অপরদিকে মুসলিম আইনবেত্তা, ধর্মতাত্ত্বিক পণ্ডিত এবং সূফী সাধকদের অনুসৃত মতের সাথেও ঐক্যমত্য পোষণ করতে পারেননি। বরং তিনি আরব-আজম, প্রাচ্য-প্রতীচ্য প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন (Tallash 1957, 202)।

ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

ইবনে খালদুন ছিলেন ইতিহাসের মহাক্রান্তিলগ্নের পট পরিবর্তনের মহাসাক্ষী। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ও পদ্ধতিগত জ্ঞানের বিশ্বকোষ হিসেবে কিতাব আল ইবার এবং এর

ভূমিকা হিসেবে আল মুকাদ্দিমা রচনা করেন। যার রচনাকাল হিসেবে ৭৭৬ হি./১৭৫ খ্রি.- ৭৮০ হি. / ১৩৭৯ খ্রি. সালের মধ্যবর্তী সময়কে গণ্য করা হয় (IFB 2000, 3/622-623)। এ গ্রন্থে তিনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করেননি। তবে এ সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে তাঁর মতামত পাওয়া যায়।

ইবনে খালদুনের মতে অনুভূতি, গতিময়তা এবং পানাহারের দিক দিয়ে প্রাণীজগত এবং মানুষের মধ্যে মৌলিক কোন তফাত নেই। কেবল মননশীলতা এবং যোগ্যতা ও প্রতিভার দিক দিয়ে মানুষ ও প্রাণীজগতের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হয়। এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষ জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করে স্বজাতীয়দের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সমাজবদ্ধ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। আর এই সব বিষয় নিয়ে মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে চিন্তাভাবনা করতে হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের চিন্তা তার দৃষ্টিশক্তির চাইতে অধিক প্রখর ও সুদূরপ্রসারী। আর তার চিন্তাশক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয় বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান (Ibn Khaldūn 1977, 340)।

মানব সমাজকে বসবাসের উপযোগী এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় করে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবন এবং শিক্ষা -প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর মাধ্যমে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। ইবনে খালদুন শিক্ষা - প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তার আল মুকাদ্দিমা গ্রন্থে এবং এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ও স্পেনে। তাঁর জীবনের সূচনা, অভিজ্ঞতা অর্জন, সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠান এবং কর্মজীবনের সকল ক্ষেত্রে তার সাফল্যের যে অনুষঙ্গগুলো রয়েছে তার সব কিছুর পেছনে রয়েছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভূমিকা। সুতরাং বলা যায়, মানুষের জীবনাচরণ, মূল্যবোধ ও জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা শিক্ষা, সমাজ, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও পরীবিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করার নামই শিক্ষা। আর ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সাফল্যের জন্য যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ সাধনের কর্মপদ্ধতির নামই হল প্রশিক্ষণ।

ইবনে খালদুনের মতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবন এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণের বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি, সভ্যতার পরিধি এবং জনসাধারণের আর্থিক সংগতির উপর। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামী সভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে সাথে মুসলিম পণ্ডিত ও শাস্ত্রবেত্তাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, দর্শনসহ জ্ঞানের সকল শাখায় প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁরা কলা ও বিজ্ঞানের

বিভিন্ন শাখায় অনবদ্য অবদান রাখেন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে সম্পৃক্ত অনেক পরিভাষা আবিষ্কার করেন (Issawi 1963, 143-144)।

ইবনে খালদুনের মতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শিল্পেরই নামান্তর। আর শিল্প বলতে এমন একটি যোগ্যতাকে বুঝানো হয়, যা মননশীলতা ও শিক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত। তার মতে - মানুষ হৃদয় ও অনুভূতির মাধ্যমে যা কিছু পর্যবেক্ষণ করে তার মাধ্যমে তার দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করলে তা বাস্তব অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়। আর এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের যোগ্যতার বিকাশ ঘটে। সুতরাং পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গি, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব হয় (Tofayel, 1970, 131)। এই বিকশিত জ্ঞান-বিজ্ঞান কেবল স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে অর্জন ও সংরক্ষণ সম্ভব নয়। একে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন তীক্ষ্ণ বোধশক্তি, মেধা ও অনুধাবন শক্তির। এসব কিছুকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহার করে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করা যায় (Ahmad 1987, 53)।

ইবনে খালদুনের মতে জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো এমন এক যোগ্যতার নাম, যা চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে মানুষকে শুধু জ্ঞান অর্জনই নয় বরং এতে প্রবৃদ্ধিও সাধন করতে হয়। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করার যোগ্যতা রয়েছে। তাই প্রত্যেককে স্ব-স্ব পর্যবেক্ষণকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ইবনে খালদুন এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, শিক্ষা কোন বিশেষ বংশ, জাতি, অঞ্চল কিংবা এলাকার সম্পদ নয়। এটা হলো সর্বজনীন। একারণে পৃথিবীর যে কোন জাতি কিংবা অঞ্চলের লোক স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। তাই তিনি সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি ও অবনতি শিক্ষা প্রশিক্ষণের উন্নতি ও অবনতির ওপর নির্ভরশীল বলে মত ব্যক্ত করেন (Ibn Khaldūn 1977, 344)।

শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ

মানবজাতি যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত হয় এবং মানবসমাজ যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের তাগিদ অনুভব করে ইবনে খালদুন তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ

এক: প্রকৃতিগত শিক্ষা, যা মানুষ তার মানবীয় যোগ্যতা, মননশীলতা ও অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয় এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মানুষ তার মানবীয় উপলব্ধি ও চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের এই সব শাখার আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ, সমস্যাদি নিরূপন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

দুই: প্রবর্তিত বা বর্ণনানির্ভর শিক্ষা, যা আসমানী কিতাব এবং প্রামাণ্য রিওয়ায়াতের মাধ্যমে প্রাপ্ত। এই প্রকারের শিক্ষার মূলনীতি প্রণয়নে মানুষের চিন্তা গবেষণার কোন সুযোগ নেই। তাফসীর তথা আল্ কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, মহানবীর স. হাদীস, ফিক্হ বা ইসলামী আইনতত্ত্ব, ইলমুল কালাম ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে এসব বিষয়ের মূলনীতির ওপর গবেষণা করে এবং তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে পরবর্তীকালে উদ্ভূত সমস্যাবলির সময়োপযোগী সমাধান ও বিশ্লেষণ প্রদান করা যেতে পারে (Ibn Khaldūn 1977, 345)।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান পদ্ধতি

ইবনে খালদুন শিক্ষার্থীদের, বিশেষত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর মতে শিক্ষক যেই বিষয়ে পাঠদান করেন তা শিক্ষার্থীর নিকট তিনটি পর্যায়ে উপস্থাপন করতে হবে। প্রথমত তিনি শিক্ষার্থীর নিকট বিষয়টির মূল বক্তব্য ও সার-সংক্ষেপ সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও ধারণ-ক্ষমতার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। এভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পুরো বিষয়টির ওপর প্রাথমিক ধারণা ও জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট পূর্বের চাইতেও উচ্চতর আলোচনা পর্যালোচনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করবেন। তৃতীয় পর্যায়ে এসে তিনি শিক্ষার্থীর নিকট ইতঃপূর্বে আলোচিত বিষয়াদি সম্পর্কে যাবতীয় অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা, এতদসম্পর্কীয় বিভিন্ন মতামত এবং এর কারণ ও ফলাফল তুলে ধরবেন। আর এই ধারা অনুসরণ পূর্বক পাঠদান করা হলে বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য অর্জিত হবে এবং শিক্ষার্থীর সামনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় চিন্তা-গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হবে (Ibn Khaldūn 1977, 343-344)।

শিক্ষাদানের উপর্যুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক শিক্ষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে কিংবা তাঁদের উদাসীনতার কারণে তাঁরা শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথ পাঠদানে সক্ষম হন না। ফলে অনেক সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয় না। আর শিক্ষার্থীদের ওপর প্রাথমিক স্তরেই জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়াদি চাপিয়ে দেওয়ার কারণে শিক্ষার প্রতি তাদের জীবনের শুরুতেই এক ধরণের অনীহা ভাব সৃষ্টি হয় এবং তাদের মেধা ও মননের অবনতি ঘটে (Nadawi 1954, 189)।

শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের আচরণ

শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোর আচরণ এবং তাদেরকে দৈহিক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রথা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। এ ধরণের শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাদান বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে মনস্তাত্ত্বিকগণ মনে করেন। শিক্ষার্থীদেরকে স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে যত সহজে শিক্ষাদান করা যায়, কঠোরতা ও দৈহিক শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তত সহজে করা সম্ভব নয়। বরং অনাবশ্যক শাস্তি প্রয়োগের ফলে তাদের মধ্যে নানা ধরণের বদ অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে। ইবনে খালদুনের মতে, শিক্ষকগণ হলেন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মূল কারিগর। তাঁরা অনেকটা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায়। যাঁরা শিক্ষার্থীদের উপর অজ্ঞতার রোগ নিরাময়ের প্রতিষেধক প্রয়োগ করেন। তাই এই ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা হবে অভিভাবকসুলভ। এ কারণে ইবনে খালদুন শিক্ষার্থী, বিশেষত শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের ওপর দৈহিক শাস্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি সমর্থন করেননি। কেননা, তাদেরকে এ ধরণের নির্দয় ও কঠোর শাস্তি প্রদানের ফলে তাদের প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং তারা উদ্যমহীন হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে মিথ্যা বলা, অলসতা, কর্মবিমুখতা, সত্য গোপন করার প্রবণতাসহ নানাবিধ অজুহাত সৃষ্টি এবং কাজে ফাঁকি দেয়ার প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়। ক্রমে তারা দুষ্কর্মের শিকারে পরিণত হয় এবং এগুলো তাদের মজ্জাগত অভ্যাস ও স্থায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ফলে তারা বাহ্যিকভাবে এমন সব আচরণ করে, যা তাদের অন্তরে নেই। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ধোঁকা প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে (Ibn Khaldūn 1977, 349-450)।

শিক্ষাজীবনের সময়কাল

ইবনে খালদুন তদানীন্তন কালের ফেজ, মরক্কো, স্পেন, তিউনিস প্রভৃতি দেশ ও অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাজীবনের সময়কাল এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, যেখানে তিউনিসের একজন শিক্ষার্থী মাত্র পাঁচ বছরে তার শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করে সেখানে তার পার্শ্ববর্তী দেশ মরক্কোতে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করে ষোল বছরে। ইবনে খালদুন এ দু'টি সময়কালের কোনটিকেই যুক্তি সঙ্গত মনে করেননি। তাঁর মতে তিউনিসের কোন শিক্ষার্থী মাত্র পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করে যেমন স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পারে না, তেমনিভাবে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির কারণে মরক্কোর শিক্ষার্থীরাও ষোল বছর অবধি পড়াশোনা করে কোন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয় না (Ibn Khaldūn 1977, 341-344)।

তাঁর মতের সারসংক্ষেপ হলো, এমন একটি ত্রুটিমুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে সীমিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীগণ পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই পৃথিবীতে মানুষকে সীমিত সময়ের মধ্যে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে। জীবনের বৃহত্তর অংশ যদি পড়া শোনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সে সফলতার পরিচয় দিতে পারবে না। ইবনে খালদুন যদিও তাঁর রচনায় শিক্ষাজীবনের নির্দিষ্ট কোন সময়কাল উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর আল মুকাদ্দিমায় এতদ সম্পর্কিত আলোচনা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, তিনি শিক্ষাজীবনের জন্য এমন একটি সময়কাল নির্দিষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে ত্রুটিমুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে একজন শিক্ষার্থী স্ব স্ব ক্ষেত্রে বুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয় (Shamsul Alam & Abdul Quader 1993, 149)।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির বিন্যাস

ইবনে খালদুন শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির বিন্যাস সম্পর্কে তাঁর আল মুকাদ্দিমা গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে একই সময়ে মাত্র একটি বিষয়ে শিক্ষাদান করা উচিত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম ও আত্মস্থ করা সহজতর হয়। একই সময়ে একাধিক বিষয়ে পাঠদান করা হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং বিশেষ কোন বিষয়ের প্রতি পূর্ণ মনোসংযোগ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। ফলে সব বিষয়ই তার নিকট দুর্বোধ্য বলে মনে হতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর ঘৃণাভাব সৃষ্টি হয়। যদি শিক্ষার্থী তার সমস্ত প্রতিভা ও মনোযোগ একটি বিষয়ের ওপর নিবিষ্ট করে, তাহলে উক্ত বিষয়ে দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করা তার পক্ষে সহজতর হয়ে উঠে (Ibn Khaldūn 1977, 345)।

ইবনে খালদুন একই বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ সিলেবাসভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ একই বিষয় সম্পর্কে একাধিক পরিভাষা অধ্যয়ন করে। ফলে তারা বিষয়বস্তুর পরিবর্তে পরিভাষার পিছনে লেগে যায় এবং অনাবশ্যক সময় নষ্ট করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান আহরণ ও তার অনুশীলন। অধিক সংখ্যক গ্রন্থ অধ্যয়নের কারণে পরিভাষাসমূহ আয়ত্ত করতেই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়ে যায়। এতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয় (Ibn Khaldūn 1977, 342)। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, ব্যাকরণ শাস্ত্রে অনেক ধারা সৃষ্টি হয়েছে। গবেষকগণ তাদের গবেষণার নির্যাস হিসেবে এসব ধারা উদ্ভাবন করেছেন, যার সাথে শিক্ষার্থীদের কোন সংশ্রব নেই, আর সেগুলো তাদের কোন

কাজেও আসে না। তাদের জন্য প্রয়োজন ভাষার বিশুদ্ধিকরণ। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তাদের জন্য প্রয়োজন উপযোগী সিলেবাস (Ibn Khaldūn 1977, 700)। তাঁর মতে শিক্ষার সিলেবাস হতে হবে নাতিদীর্ঘ, যাতে শিক্ষার্থীরা কোন প্রকার দুর্বোধ্যতা ব্যতীত সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হয় (Ibn Khaldūn 1977, 588)।

শিক্ষার বাহন

বই পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যম শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা, পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকার শিক্ষাগুরুদের সাহচর্য ও দীক্ষার মাধ্যমে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করতে পারে। ইবনে খালদুনের মতে, দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষকদের সান্নিধ্যে থাকার কোন বিকল্প নেই। কারণ সাহচর্য ও দীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীর মনোজগতে অধিকতর দৃঢ় হয় এবং তা তার উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে নিজস্ব পরিমণ্ডলে একই সময়ে অধিক সংখ্যক পারদর্শী ও দক্ষ শিক্ষকদের সাহচর্যে আসা সম্ভবপর নাও হতে পারে। কিন্তু জ্ঞান আহরণের নিমিত্তে শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পক্ষে অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী শিক্ষকের সাহচর্যে এসে গভীর জ্ঞান অর্জন ও পাণ্ডিত্য অর্জন করা সম্ভব (Ibn Khaldūn 1977, 450)।

শিক্ষার মাধ্যম

জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষার মাধ্যম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে তা আত্মস্থ করা যত সহজ অন্য কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে তা ততটা সহজ নয়। কেননা, বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে হলে শিক্ষার্থীকে প্রথমে সেই ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়। আর এতে শিক্ষার্থীকে অনাবশ্যক অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। আর এতে শিক্ষার্থীর ওপর অনাবশ্যক অনেক মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। তাই ইবন খালদুন মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু তাঁর সময়ে অধিকাংশ মুসলিম জনপদের মাতৃভাষা ছিল আরবী। তাই তিনি আরবী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আর এই ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা লাভের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছেন (Tofayel, 1970, 131)। তিনি আরবী ভাষাভাষীদেরকে তাদের ভাষাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁর আল্ মুকাদ্দিমায় দিকনির্দেশনা প্রদান

করেছেন। এ নির্দেশনায় যেমনিভাবে তাত্ত্বিক দিক রয়েছে, অনুরূপভাবে এতে ব্যবহারিক দিকও বিদ্যমান (Al-Masdi 1986, 208-237)।

পাঠদান পদ্ধতির সমালোচনা

ইবনে খালদুন শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক, জ্ঞানগত ও বয়সের তারতম্যের নিরিখে শিক্ষকগণকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক ও পরিবেশগত পার্থক্য বিবেচনায় এনে শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণ করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং সে সময়ে শিক্ষকবৃন্দের অনুসৃত পাঠদান পদ্ধতি পর্যালোচনা করে বলেন- আমরা যে যুগ পেয়েছি সেই যুগের অধিকাংশ শিক্ষককে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে কিভাবে উপকৃত করা যায় এসম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণাই নাই। তাঁরা প্রথমেই শিক্ষার্থীদের নিকট জ্ঞানের কঠিন কঠিন তত্ত্বগুলো উপস্থাপন করে বসেন ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেগুলোকে সমাধানের প্রত্যাশা করেন। আর একে তাঁরা যথাযথ পদ্ধতি বলে মনে করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা প্রথমেই শিক্ষার্থীদেরকে গোলকধাঁধায় ফেলে দেন (Ibn Khaldūn 1977, 589)। এই গোলকধাঁধা হতে উত্তরণের জন্যই মূলত তিনি তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন।

উপসংহার

ইবনে খালদুন শিক্ষা ও শিক্ষকগণকে মানব সভ্যতার পত্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। মূলত মানবীয় জ্ঞানের মূল ভাণ্ডার হলো মানবাত্মা, যা রাব্বুল আলামীন বোধ শক্তি দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন, যা তার চিন্তাধারা ও কল্পনাশক্তিকে শাণিত করে এবং চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে অন্যসব প্রাণীর চাইতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় সমাসীন করে। তিনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক বিষয়কে বিবেচনায় আনেন। আর তা হলো - ক. শিক্ষক. খ. শিক্ষার্থী ও গ. শিক্ষাদান পদ্ধতি। এই তিনটি বিষয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে (Shamsuddin 1984, 87)। পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বর্তমান যুগে শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শন নিয়ে মনীষীগণ যেসব বিজ্ঞানসম্মত মতামত ব্যক্ত করেছেন প্রায় ছয় শতাব্দী পূর্বে ইবনে খালদুন অনুরূপ শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং আল্ মুকাদ্দিমায় আলোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত ইবনে খালদুনের দৃষ্টিভঙ্গি সকল যুগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষনুরাগীদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

Bibliography

‘Abdul Quader, A. K. M. 1994. "Mahanabi S. Kotrik Probortito Shikkhababostha", *Islamic Foundation Patrika*. Issue 34.

‘Abdul Quader, A. K. M. 2004. "Suffar Shikkha Kathamo : Akti Porzalochana", *Al-Takbir Journal*. (9)2003-2004.

Ahmad, Rafiq. 1987. "Fikratu Ibn Khaldūn Fi al-Talim wa al-Tarbiyyah", *Al-Dirāsat al-Islāmiyyah*. Islamabad: Majma‘ al-Buhūth al-Islāmiyyah, January-March Issue.

Al-Masdi, Abd al-Salam. 1986. *Al-Tafkīr al-Lisānī Fī al-Hadārah al-‘Arabiyyah*. Tunis: Al-Dār al-Tunisiyyah lil Kitāb.

Ibn Khaldūn, ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammad. 1977. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Sādir.

IFB, Islamic Foundation Bangladesh. 2000. *Encyclopedia of Islam*. Dhaka: Islamic Foundation.

Issawī, Charles. 1963. *An Arab philosophy of history*. Landon: john Murray publishers Ltd.

Nadawī, Muhammad Hanīf. 1954. *Afkare Ibn Khaldūn*. Lahore: Idarae Thaqafate Islamiyyah.

Shamsuddīn, ‘Abd al-Amīr. 1984. *Al-Fikr al-Tarbūwī ‘Inda Ibn Khaldūn wa Ibn al-Arzaq*. Beirut: Dār Iqra'.

Shamsul‘Alam, A Q M. & ‘Abdul Quader, A. K. M. 1993. "Ibn Khaldūner Shikkha Dorshon" *University of Chittagong Studies*. 14(1).

Tallash, Muhammad ‘Imād. 1957. *Al-Tarbīyyah wa al-Ta‘lim Fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Qalam.

Tofayel, Muhammad. 1970. "Ibn Khaldūn Ka Nazriyae Talim", *Fikr wa Nazr Journal*. Islamabad: Idara Tahqiqate Islami. July Issue.